বাজে /অমূলক/এবং অন্যায় ইচ্ছা, খেয়াল খুশি

সিরিজ-১

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ বাজে /অমূলক/এবং অন্যায় ইচ্ছা, খেয়াল খুশি। ه و ي মূল অক্ষর থেকে ৫টি form এ গঠিত শব্দগুলো পবিত্র কোরআন মজীদে ৩৮ বার এসেছে। বাজে /অমূলক/এবং অন্যায় ইচ্ছা, খেয়ালখুশি প্রলুব্ধ করা(শয়তান কর্তৃক), বিপথে চালিত করা, কূপ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পবিত্র কোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ সূরা আল বাকারা

১)(বনি ইসরাঈল সম্পর্কে বলা হচ্ছে)যখনই কনো রসুল তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বিধান নিয়ে এসেছে, তোমরা তার সাথে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করেছো।

সুরা ২ আল বাকারা, আয়াতঃ ৮৭

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ قَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۪ وَ
اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ
اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ
فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۫ وَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿۸۷﴾

এবং অবশ্যই আমি মূসা(আঃ)-কে গ্রন্থ প্রদান করেছি ও তারপর ক্রমান্বয়ে রসুলগণকে প্রেরণ করেছি; এবং আমি মরিয়ম পুত্র ঈসাকে নিদর্শনসমূহ প্রদান করেছিলাম এবং পবিত্র আত্মাযোগে শক্তিসম্পন্ন করেছিলাম; কিন্তু পরে যখন

তোমাদের নিকট কোন রাসুল-তোমাদের প্রবৃত্তি যা ইচ্ছে করতো না, তা নিয়ে উপস্থিত হলো তখন তোমরা অহংকার করলে; অবশেষে একদলকে মিথ্যাবাদী বললে এবং একদলকে হত্যা করলে।

২)[মুহাম্মদ সঃ-কে বলা হচ্ছে] " আল এলেম" কুরআন নাযিল হওয়ার পরও যদি তুমি তাদের (আহলে কিতাবীদের)খেয়ালখুশির এত্তেবা (অনুসরণ)করো, তবে আল্লাহর পাকড়াও থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে তুমি কোনো অলি বা সাহায্যকারী পাবে না।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ১২০

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ
هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ
مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٢٠﴾

এবং ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ তুমি তাদের ধর্ম অনুসরণ না করা পর্যন্ত তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না; তুমি বল- আল্লাহর প্রদর্শিত পথই সুপথ; এবং তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে তৎপর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ হতে তোমার জন্যে কোনই অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।

৩))[মুহাম্মদ সঃ-কে বলা হচ্ছে] " আল এলেম" (মহাসত্য কুরআন)তোমার কাছে এসে যাবার পরও যদি তুমি তাদের (ইহুদী ও খৃস্টানদের) ইচ্ছা-আকাংখার অনুসরণ কর, তবে অবশ্যই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ১৪৫

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ
وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۭ وَ
لَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا
لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٣٥﴾

এবং যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের নিকট যদি তুমি সমুদয় নিদর্শন আনয়ন কর ; তবুও তারা তোমার কিবলাহ্‌কে গ্রহণ করবে না; এবং তুমিও তাদের কিবলাহ্ গ্রহণ করতে পার না, আর না তারা পরস্পর একজন অন্যজনের কিবলার অনুসারী এবং তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে এর পরেও যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয় তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নিসা

৪)সুতরাং তোমরা সুবিচার করতে গিয়ে খেয়াল খুশির অনুগামী হয়ো না।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ১৩৫

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ
تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দানকারী, সুবিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকবে- এবং যদিও এটা তোমাদের নিজের অথবা পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, যদি সে সম্পদশালী বা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহই তদের জন্যে যথেষ্ট; অতএব সুবিচারে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ কোরো না, এবং যদি তোমরা (বর্ণনায়) বক্রতা অবলম্বন কর বা পশ্চাৎপদ হও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ সংবাদ রাখেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মায়েদা

৫) [মুহাম্মদ সঃ-কে বলা হচ্ছে] তোমার কাছে যে সত্য বিধান এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করো না।

সুরা ৫ মায়েদা, আয়াতঃ৪৮

وَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا
تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَّ مِنْهَاجًا ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰكِنْ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۙ﴿۴۸﴾

আর আমি এই কিতাব(কুরআন)-কে তোমার প্রতি নাযিল করেছি যা হক্কের সাথে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যতা প্রমাণকারী এবং ঐ সব কিতাবের সংরক্ষকও; অতএব, তুমি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহর অবতারিত এ কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করো, যা তুমি প্রাপ্ত হয়েছো, তা থেকে বিরত হয়ে তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করো না, তোমাদের প্রত্যেক (সম্প্রোদায়)-এর জন্যে আমি নির্দিষ্ট শরীয়ত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছি; আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই তোমাদের সকলকে একই উম্মত করে দিতেন; কিন্তু তিনি তা করেননি। এই কারণে যে, যে জীবন ব্যবস্থা তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তাতে তোমাদের সকলকে তিনি পরীক্ষা করবেন, সুতরাং তোমরা কল্যাণকর বিষয়সমূহের প্রতি ধাবিত হও; তোমাদের সকলকে আল্লাহর সমীপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করেছিলে।

৬) [মুহাম্মদ সঃ-কে বলা হচ্ছে] তাদের মাঝে ফায়সালা করো সেই বিধান দিয়ে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করো না।

সুরা ৫ মায়েদা, আয়াতঃ ৪৯

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ
اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ
اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ
النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿۴۹﴾

আর আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে তুমি তাদের পারস্পরিক ব্যপারে এ প্রেরিত কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করবে এবং তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবে না এবং তাদের দিক থেকে সতর্ক থাকবে যেন তারা তোমাকে আল্লাহর প্রেরিত কোন নির্দেশ হতে বিভ্রান্ত করতে না পারে; কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে দৃঢ়বিশ্বাস রাখো, আল্লাহর ইচ্ছা এটাই যে, তাদেরকে কোন কোন পাপের দরুণ শাস্তি প্রদান করবেন; আর বহু লোক তো নাফরমানই হয়ে থাকে।

৭)[বনি ইসরাঈলদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে] যখনই তাদের কাছে কোন রসুল এসেছিলো এমন কিছু বিধান নিয়ে যা তাদের মনঃপুত হয়নি, তখনই তারা কিছু রসুলকে অস্বীকার করেছে এবং হত্যা করেছে কিছু রসুলকে।

সুরা ৫ মায়েদা, আয়াতঃ ৭০

لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ
رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ﴿۷۰﴾

আমি বানী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছি এবং তাদের কাছে বহু রাসুল প্রেরণ করেছি; যখনই তাদের কাছে কোন নবী আগমণ করতেন এমন কোন বিধান নিয়ে যা তাদের মনোঃপুত হতো না, তখনই তারা কতিপয়কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতো এবং কতিপয়কে হত্যাই করে ফেলতো।

৮)বলো, হে আহলে কিতাব! তোমরা সত্যের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমাদের দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং তোমরা এমন লোকদের মনগড়া বিষয়ের অনুসরণ করো না ইতোপূর্বে যারা নিজেরাও হয়েছে বিপথগামী আর অনেক মানুষকেও করেছে পথভ্রষ্ট।

সুরা ৫ মায়েদা, আয়াতঃ ৭৭

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا
اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ
سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٧٧﴾

তুমি (হে মুহাম্মাদ সঃ) বলে দাওঃ হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা নিজেদের দ্বীনে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করো না এবং ঐসব লোকের (ভিত্তিহীন)প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যারা অতীতে নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং আরও বহু লোককে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে, বস্তুতঃ তারা সরল পথ থেকে দূরে সরে পড়েছিল।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আন’আম

৯)(হে নবী) বলো আমি ইত্তেবা (অনুসরণ) করি না তোমাদের খেয়াল খুশির, তা করলে তো আমি গোমরাহ হয়ে পড়বো।

সুরা ৬ আন’আম, আয়াতঃ ৫৬

قُلْ اِنِّیْ نُهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّاۤ
اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِیْنَ ﴿۵۶﴾

(হে মুহাম্মাদ সঃ)!তুমি কাফিরদের বলে দাও- তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যার ইবাদত কর,(ও যাকে আহ্বান কর) আমাকে তার ইবাদত করতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। তুমি আরও বলোঃ আমি তোমাদের ইচ্ছা ও মনোবৃত্তির অনুসরণ করবো না, কেননা, তা করলে আমি পথহারা হয়ে পড়বো এবং আমি আর হিদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে থাকবো না।

১০)অনেকেই না জেনে নিজেদের খেয়াল খুশির ভিত্তিতে অন্যদের বিপথগামী করে।

সুরা ৬ আন’আম, আয়াতঃ ১১৯

وَ مَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ
مَّا حَرَّمَ عَلَیْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَیْهِ ؕ وَ اِنَّ كَثِیْرًا لَّیُضِلُّوْنَ
بِاَهْوَآىِٕهِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِیْنَ ﴿۱۱۹﴾

যে জন্তু যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, তা ভক্ষণ না করার তোমাদের কাছে কি কারণ থাকতে পারে? অথচ আল্লাহ পাক তোমাদের উপর যা কিছু হারাম করেছেন, তা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, তবে কঠিনভাবে বাধ্য হলে তোমরা উক্ত হারাম বস্তুও আহার করতে পার, নিঃসন্দেহে বহুলোক অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের ইচ্ছা, বাসনা ও প্রবৃত্তির দ্বারা অবশ্যই অন্যকে পথভ্রষ্ট করে, নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সীমালঙ্ঘনকারীগণ সম্পর্কে ভালাভাবে ওয়াকিফহাল।

১১) যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে, যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে না এবং যারা তাদের প্রভুর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে, তুমি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না।

সুরা ৬ আন'আম, আয়াতঃ ১৫০

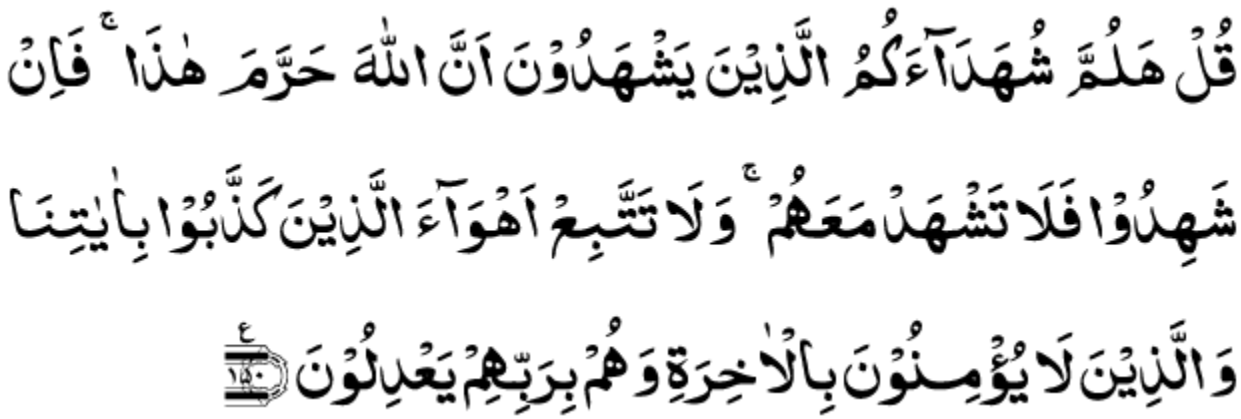
قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ
شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٠﴾

তুমি আরও বলে দাওঃ আল্লাহ এসব পশু হারাম করেছেন, এর সাক্ষ্য যারা দেবে সেই সাক্ষীদেরকে তোমরা নিয়ে এসো, তারা যদি সাক্ষ্যও দেয়, তবে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিবে না। আর তুমি এমন লোকদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনে না এবং তারা অন্যদেরকে (দেবতাদেরকে)নিজেদের প্রতিপালকের সমান স্থির করে।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা নিজেদের নফসের অন্যায় আবদার, আল্লাহর বিধেন বিরোধী নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করা গর্হিত পাপ কাজ। এ ধরণের খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেছেন। আসুন আমরা নিজেদের মনগড়া বিষয়ের অনুসারী না হয়ে আল্লাহর কিতাবের বিধান মোতাবেক নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করি।আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....